চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৭ জুলাই'২০২৩খ্রি.

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত
এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় ০৮ ভবন মালিককে
৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার ডেঙ্গু মশার উৎসস্থল ধ্বংসে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন। নগরীর কৈবাল্যধাম ও ফিরজশাহ এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বাসা বাড়ির ছাদ বাগান ও নির্মাণাধীন ভবন ড্রোন দিয়ে জরিপ করা হয়। অভিযানে নির্মাণাধীন ভবনের নীচে, ফুলের টব, ড্রাম ও ছাদে জমে থাকা পানিতে মশার লার্ভা থাকায় ০৮ ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৮০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ও খুলশী থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

কৃষিমন্ত্রীর সাথে চসিক মেয়রের সৌজন্য সাক্ষাৎ

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী এবং সাতকানিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ মোতালেব সিআইপি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহিত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি তুলে ধরেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র রেজাউল। এসময় কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাম্প্রতিক সাফল্যের পেছনের গল্প তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর মোহাম্মদ জাবেদ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, শাহীন আকতার রোজী, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা আবুল হাশেম এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির।

চসিকের সড়কবাতি জ্বালিয়ে ১৪৭০ জন পেলেন সাড়ে ১২ লাখ টাকা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সড়কবাতি সুইচ অন-অফে নিয়োজিতদের সম্মানী ভাতা বাবদ ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা হস্তান্তর করেছেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।

সোমবার সকালে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট হলে ১হাজার ৪৭০ জন ইমাম, মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০২ জনের প্রত্যেকের কাছে আড়াই হাজার টাকা হিসেবে এই সম্মানী বিতরণ করেন তিনি।

ফিরিঙ্গিবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর আঞ্জুমান আরা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, নির্বাহী প্রকৌশলী সালমা খাতুন, সহকারী প্রকৌশলী সাফকাত বিন আমিন, আবদুল্লাহ মো. হাশেম সহ সুইচ অন-অফকারি ইমাম, মোয়াজ্জিন ও পুরোহিতগণ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন- যারা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করতে পারেন।

নগরীর মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মন্দির-প্যাগোডার পুরোহিতগণের চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশীদারীত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন- নগরীর প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের কাছে নাগরিক সেবা পৌঁছানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ধর্মীয় নেতাগণ সড়ক-বাতির সুইচ অফ-অন করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করছেন। এই গুরু দায়িত্ব সকাল-সন্ধ্যায় সম্পাদনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানান।

আবাসিক এলাকায় মশার প্রজনন বাড়াচ্ছে অপরিচ্ছন্ন ছাদঃ মেয়র

আবাসিক এলাকাগুলোতে অপরিচ্ছন্ন ছাদ মশার ভয়াবহ প্রজননক্ষেত্র হয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সোমবার নগরীর ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদসহ জামালখান ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন মেয়র। এসময় স্কুলের ছাদে কোন পানি জমে থাকতে না দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান মেয়র। তবে, স্কুলটির একাডেমিক ভবন-১ এর ছাদে গজিয়ে উঠা ঘাস ও আগাছা পরিস্কারের নির্দেশনা দেন মেয়র।

এসময় মেয়র বলেন, সিটি কর্পোরেশন কেবল মশার ঔষধ ছিটিয়ে বা নগরবাসী নিজ উদ্যোগে ঘরে মশার স্প্রে ছিটিয়ে মশা নির্মূল সম্ভব নয়। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে মশা থেকে বাঁচতে সচেতনতাই হতে পারে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

“চসিকের পক্ষে আমরা ড্রোন উড়িয়ে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় যে চিত্র খুঁজে পেয়েছি তা ভয়াবহ। চসিক নালা-নর্দমায় মশা নিধনের ঔষধ ছিটাচ্ছে, অনেকে বিভিন্ন কোম্পানির মশার স্প্রে দিয়ে ঘরের মশা মারছেন। কিন্তু বাসার ছাদে, ছাদবাগানে, ফুলের টব আর নির্মানাধীন বাড়ির বেজমেন্টে জমে থাকা পানিতে মশার ভয়াবহ প্রজনন হচ্ছে। এ বিষয়ে জনগণ সচেতনভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখলেই কেবল মশা নিধনের কার্যক্রম সাফল্য বয়ে আনবে।”

এসময় মেয়র শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ছাদে বা গ্যারেজে পানি জমে আছে কী না তা খুঁজে দেখার আহবান জানান। পরিদর্শনে মেয়রের সাথে ছিলেন জামালখান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমনসহ চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮